ডানা

নবনীতা বসু

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বললাম, 'আমি এখানে থাকব না।'

বাবা বলল, 'কেন?'

মা বলল,'কেন?'

দাদা বলল, 'কেন?'

বোন বলল, ' কেন'?

আমি চেঁচালাম, এখানে আমার স্বাধীনতা নেই। আমি চাঁদে চলে যাবে।'

বাবা বলল, 'কক্ষনো না'।

মা বলল, 'কক্ষনো না'।

দাদা বলল,'কক্ষনো না'।

বোন বলল, 'যাস না'।

কিন্তু আমাকে চাঁদে যেতেই হবে। এখানে থাকলে আমি উড়তে পারি না। ডানা লাগালেও আবার পড়ে যাই। আবার উড়তে যাই। পড়েও যাই। চাঁদে গেলে আমি উড়তে পারব।

রাত্রিবেলা । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত বাবা,মা,দাদা, বোনকে রেখে আমি চাঁদের কাছে চলে গেলাম। চাঁদ আমাকে দেখল। হাসল। বলল 'কেন এসেছ?'

—'উড়তে।'

— 'বেশ। থাকো ক'দিন এখানে। প্র্যাকটিস করো।' আমি প্রতিদিন বার হই। আর ওড়া প্র্যাকটিশ করি। চাঁদে উড়তে পারি। কিন্তু নিজের উপর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ আমি এরকম চাই না। একদিন এল চাঁদ। হাসতে শু করল। রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। বললাম, 'হাসছ কেন?' বলল চাঁদ, 'তুমি নিজের ইচ্ছেমত উড়তে পারবেই না। বললাম, 'চেষ্টা করি তো।' চাঁদ বলল, 'পারবেই না।'

বাড়ি ছাড়ার পর আজ প্রথম চেঁচালাম। চাঁদ বলল, ' আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

— 'কি'?

— 'আমায় বিয়ে কর।'

— 'কক্ষনো না।'

— পাগলী মেয়ে। আমায় বিয়ে করলে তুমি উড়তে পারবে। ইচ্ছেমত।'

আমি সানন্দে চাঁদকে বিয়ে করে ফেললাম। এখন চাঁদ আর আমি রোজ বের হই। চাঁদ কি একটা কায়দায় আমার ডান াদুটো লাগিয়ে দেয়। আমি উড়ি। একদিন উড়তে উড়তে চাঁদের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এলাম। ফিরে গিয়ে দেখি চাঁদ গম্ভীর। বলল, 'তোমাকে আর উড়তে দেওয়া যায় না।'

— 'কেন?'

— 'তুমি আমার সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছিলে।'

পরদিন থেকে চাঁদ রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি উড়লে আমার ওড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। একদিন বাঁদিকে একটা সুন্দর পাহাড় দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখতে লোভ হল। হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে গেলাম। আমার ভীষণ কষ্ট হল। সে দিনই বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখতে পেলাম না। মাকেও না। দাদাকেও না। বোনকেও না। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। নাড়ীভুঁড়ি জ্বলছিল। আমি ডিমভাজা আর চা করে খেলাম। হঠাৎ দেখি বাবা শাঁ করে এল।

একটু বাদে দাদা আর তারপর বোন। আমাকে দেখে ওরা সবাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। দুদিন পরেই স্বাভাবিক হয়ে গেল ওদের ব্যবহার। বাবা বলে, 'মু একটু চা করে দিবি মা'। বাবা খুব তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরে। মা নাচটা জানে। নাচের প্রোগ্রাম দেখে এসে বলে, জানিস মু, আজ ভিক্টোরিয়ায় গেছিলাম। অ্যান্টিক্যুইটিস - এ মীনাক্ষী শেষাদ্রি ভারতনাট্যম কী করল রে। না, নাচটা মেয়েটা ভালোই জানে। ' মা নাচটাচ দেখতে যেত না। রাস্তাঘাটে ভীড় বলে। এখন ওদের মুখটুখগুলো কি হাসিখুশি।

এবার নতুন বছরে সরকার নাকি সবাইকে বিশেষ ধরণের ডানা উপহার দিয়েছেন। স্বাধীনভাবে ওড়ার জন্য।

বাবা বলল, 'রুমু কাল তুই নামটা লিখিয়ে নিস।'

— বললাম, 'কিসের?'

— 'বারে। তোরও ডানা লাগবে না।'

বাবার সঙ্গে ডানা অফিস গেলাম। দেখলাম ভীষণ লাইন। বাবার উপর মহলে জানা আছে। লাইন ছাড়াই ভিতরে ঢুকলাম। বাবার নামধাম সব জিজ্ঞাসা করা হল। অফিসার বললেন, 'এতদিন আসোনি কেন?' বললাম। ভ্রূ কুঁচকে অফিসার বললেন, 'তোমাকে ওজন করা হবে'।

দাঁড়ালাম। ওজনস্ট্যান্ডে। আটচল্লিশ কেজি ওজন দেখে অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন, 'একমাস বাদে আসুন'। অফিসার বাবাকে বোঝাচ্ছিলেন। একমাস বাদে আসতে হবে কেন? রাস্তায় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবা বলল, ওড়বার জন্য আরো চারগুণ ওজন কমানো দরকার। ট্যাবলেট খেয়ে ওজন কমাতে হবে।

ফিরে এলাম। ডানা অফিস থেকে ট্যাবলেট খেতে শুরু করলাম। চোখের সামনে দেখতে পাই, বাবা বেড়োচ্ছে, মা বেড়োচ্ছে, বোন বেড়োচ্ছে। বিনা ডানায় কোথাও যেতে ভাল লাগে না। বাস ট্রাম প্রায় উঠেই গেছে। সবাই এখন ডানা মেলে উড়তে চায়।

এক সপ্তাহ বাদে আমার ওজন চল্লিশ কেজি। একদিন বাবা দেরি করে ফিরল।

— বলল, 'কিছু খেতে দে।'

বললাম, 'মা এসে দেবে।'

—'তোর মা জ্যামে আটকে গেছে। আমি এয়ার ফোন -এ জানলাম। এখন আসবে না।

বললাম, 'জ্যাম কিসের?'

জ্যাম হবে না? এত লোক উড়ছে। আমার ডানা তো ভেঙেই যাচ্ছিল। ভীষণ জোর ধাক্কা লেগেছিল।

বাবাকে খেতে দিলাম। ডানাটা দেখি একটু ভেঙে গেছে। ফেভিকল দিয়ে জুড়ে দিলাম।

পরের সপ্তাহে আমার ওজন বত্রিশ কেজি হল। আমার তো ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। দাদা একদিন বলল, 'আমার ডানা ভেঙে গেছে।' বোনও বলল একদিন, 'ডানা ভেঙে পড়ে গেছে। বাবা-মা-দাদা-বোন এখন একটাই আলোচনা করে। ডানাগুলো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। ওড়বার পক্ষে ডানাগুলো মজবুত নয়। ওরা অনেক নীচ দিয়ে ওড়ে।

বাবা তিন সপ্তাহ বাদে আমায় বলল, 'মু একটু ডানা অফিসে যাবি।'

— 'কেন? এখনো তো একমাস হয়নি।'

— 'আমাদের ডানার অবস্থা তো খুব ভালো নয়। চারজনের নামটা লিখিয়ে আসবি।'

— 'কেন?'

— 'বা রে, নাহলে ডানা পাব না।'

অফিসার আমায় দেখে খুশি খুশি মুখ করে তাকাল। তারপর বলল, 'তোমার তো বেশ উন্নতি হয়েছে।' আমি বাবা-মা-দাদা-বোন-এর নাম লিখিয়ে চলে এলাম।

আমার ওজন এখন চবিব্রশ কেজি। বাবা-মা-দাদা-বোন কেউ এখনো ফেরেনি। অনেকদিন বাদে টিভির সুইচটা অন্ করে দিলাম। দেখলাম, সুবেশা একটা মেয়ে খবর পড়ছে।

----সরকার থেকে যে ডানা দেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট মজবুত নয়। গন্ডগোলের সূত্রপাত এখানেই। ঝঞ্ঝাট এড়াতে সরকার, নতুন বাজেটে ডানার জন্য কুড়িকোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পবন মেহেতা অশ্বাস দিয়েছেন,

তাঁর কোম্পানী উৎকৃষ্ট ডানা তৈরী করতে পারবে। তবে তিনি বলেছেন, রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী সরকারের সঙ্গে আজ একটা বৈঠকে তাঁর --------

আমি টিভির স্যুইচ বন্ধ করে দিলাম। কেউ এখনো ফিরছে না। চিন্তা দূর করতে টিভি খুললাম টিভিতে ঘোষণা করা হচ্ছে— 'অকারণ উড়বেন না, অযথা ডানার অপব্যবহার করবেন না। আপনার ওড়বার সুখের জন্য অন্যকে সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না।' বাবা ফিরে এল। একে একে মা, দাদা, বোনও। টিভিতে ঘোষিকা বলেই যাচ্ছিল, আপনার সুখ যেন অন্যের অ-সুখের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।' আমার খুব বিরক্ত লাগছিল। ধাঁ করে টিভির স্যুইচ বন্ধ করে দিল াম।

বাবা বলল, 'মু, সামনের সপ্তাহে তোর বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবি না?'

— 'কেন?'

'বাঃ, তুই সামনের সপ্তাহে উড়বি না।'

আজ একমাস পূর্ণ হয়েছে। বাড়ির সবাই ডানা পাবে। বাবার সঙ্গেই ডানা অফিসে গেলাম। অফিসার বাবাকে দেখে হ াসলেন। বাবা যেন বিগলিত হয়ে গেল। অফিসার বললেন, 'আপনাদের চারজনের ডানা তৈরী। আমাকে দেখে অফিস ারের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বিস্মিত চোখে বললেন, একি! তোমার ওজন তো বেড়ে গেছে। ওজনে আমি বত্রিশ কেজি হলাম। আমাকে আবার নতুন ট্যাবলেটের শিশি দেওয়া হল । নতুন ডানা পেয়ে বাবা খুশি। মাও নিশ্চয় হবে। দাদাও। বোনও নিশ্চয় উল্লসিত হবে। বাবা বলল, 'মু তুই আয়, আমি যাচ্ছি। বাবা ডানা লাগিয়ে উড়ে চলে গেল।

আমি গত সপ্তাহের মত এবারও শিশিটা ফেলে দিলাম।